বাংলাদেশ-ভারত বানিজ্য সম্পর্কের নতুন দিগন্ত

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ ও ভারত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য একই ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৯০ দশকের শুরু থেকেই এই দেশ দুটির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশই বানিজ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং বেশ কিছু কাল ধরেই দুদেশের মধ্যে মুক্ত বানিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের নতুন একটি রিপোর্ট "বাংলাদেশ ভারত বানিজ্য, বানিজ্য নীতিমালা এবং সম্ভাব্য মুক্ত বানিজ্য চুক্তি" নামক রিপোর্টটিতে একটি দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বানিজ্য চুক্তির প্রভাবের বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

দুদেশের মধ্যে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপকারিতার বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে রিপোর্টটি এই উপসংহারে আসে যে, একটি দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য কোন বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। বরং একটি ব্যাপক ভিত্তিক বানিজ্য উদারিকীকরণ ব্যবস্থা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য যে এর ফলে ঝুঁকি কমার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত অর্থনৈতিক উপকারিতা অর্জন সম্ভব হবে।

রিপোর্টে প্রকাশিত জরীপে দেখা গেছে যে, একটি দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য চুক্তি বাংলাদেশী ভোক্তাদের ভারতের রপ্তানীকৃত পণ্য সাশ্রয়ী দামে কেনার সামর্থ্য তৈরীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উপকারিতা বয়ে আনবে। এই উপকারিতা সমূহ সরকারের ভোক্তা সংক্রান্ত রাজস্ব হারানো অথবা স্থানীয় উৎপাদনকারীদের হারানো লাভ যতদূর সম্ভব পুষিয়ে দেবে। যদিও জরীপে আরো বলা হয়েছে যে, এই উপকারিতা সমূহ মুছে যেতে পারে যখন কোনো একপক্ষ ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় সঠিক নির্দেশনা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় রাষ্ট্র হতে সস্তা আমদানী বন্ধ রেখে একটি আবদ্ধ ও সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টি করে ভারতের উৎপাদনকারীগণ নিজেদের মধ্যে অথবা বাংলাদেশী আমদানীকারকগণের সাথে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে একত্রিত হয়ে কৃত্রিম উপায়ে পন্যের দাম বাড়িয়ে দেয়াটা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য ঝুঁকি স্বরূপ। অপরপক্ষে পূর্ব এশিয়ার মত অঞ্চল থেকে সস্তা পন্য আমদানী বন্ধ হলে বাংলাদেশী ক্রেতাগণ এবং ব্যবসা অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হতে পারে।

যেহেতু বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য তার সমগ্র বাণিজ্যের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ, সেক্ষেত্রে মুক্তি বানিজ্য চুক্তি থেকে ভারতের অর্থনৈতিক অর্জন হবে পরিমিত। মূলত সম্প্রসারিত রপ্তানী থেকেই এই পরিমিত অর্জন উদ্দীপিত হবে। অশুল্ক বাধা অপসারন বস্ত্র ও তৈরী পোষাক শিল্পে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং কৃষি পন্যের নিবৃত্তিমূলক শুল্ক ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ভারত যদি তার একপাক্ষিক বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অব্যাহত রাখে সেক্ষেত্রে দেশটি আরো বেশি লাভবান হবে বলে জরীপে দেখা গেছে।

রিপোর্টটিতে অভিমত প্রকাশ করা হযেছে যে, বাংলাদেশ এবং ভারত একটি মুক্ত বানিজ্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করেও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। স্থলবন্দরে পরিবহন, গুদাম জাতকরণ এবং প্রশাসনিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অর্জন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, কাস্টমস প্রশাসন এবং ব্যাংকিং সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতাও অত্যন্ত লাভজনক হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অবৈধ বানিজ্য মোকাবেলার ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ধারণা করা হয় যে, এই ধরনের বাণিজ্য রেকর্ডকৃত বানিজ্যের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত হতে বাংলাদেশমুখী। স্থল বন্দরের কাস্টমস পোস্টের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শুল্ক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র স্থল বন্দরে অবস্থিত কাস্টমস পোষ্টে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার বিষয়ে রিপোর্টটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশকে তার সংরক্ষনমূলক শুল্ক দক্ষিণ এশিয়া অথবা অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিযোগীদের তুলনায় কাছাকাছি পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হবে বলেও রিপোর্টটিতে মত প্রকাশ করা হয়েছে।